যুগান্তর

তারিখ ... 03 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ

শিক্ষকতায় যোগ্য ও মেধাবীদের আকৃষ্ট করা জরুরি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগটি সময়োপযোগী। জানা গেছে, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার থাকবেন প্রধান শিক্ষক ও ১০ হাজার সহকারী শিক্ষক। একই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ২৩২ জন প্রশিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হবে। এর বাইরে অবশ্য পুরনো প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ১৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আরেকটি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকির কারণে সারা দেশে একযোগে নিয়োগ পরীক্ষা না নিয়ে আলাদা করে নেয়া হচ্ছে। দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় আগের রাতে প্রশ্ন তৈরি করার পরদিন সকালে তা মুদ্রণ করে এসব পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী মোট পদের ৬৫ ভাগ পূরণ করতে হবে পদোন্নতির মাধ্যমে। বাকি ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগ করা হবে। প্রায় ৭ বছর ধরে বন্ধ থাকার পর প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষকরা। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা ভোগ করছেন। আইন অনুযায়ী সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগের এখতিয়ার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি)। বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে অতীতে নানারকম দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ অবস্থায় প্রধান শিক্ষক ও প্রশিক্ষক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে পিএসসিকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা সমস্যা বিদ্যমান। এর মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার কথা বলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতির ভিত্তিস্তর। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষা ও খাদ্য ব্যবস্থাসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশায় যোগ্য ও মেধাবীদের আকৃষ্ট করা জরুরি। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রশংসার দাবিদার। তবে এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষকদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো নিয়েও ভাবতে হবে। শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞান ও বিদ্যাদাতা। সরকার বিলম্বে হলেও এ বিষয়টি উপলব্ধি করে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেছে। এখন এর সুফল যাতে শিক্ষকরা পায়, সেদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। সেই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করাও জরুরি। আশার কথা, সরকার সে পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এর বিপরীতে শিক্ষকদেরও কিছু করণীয় রয়েছে। পাঠদানের ক্ষেত্রে তাদের আরও দায়িত্বশীল, ন্যায়নিষ্ঠ ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে সরকার ও শিক্ষক উভয়কেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে।